আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: খুলনা

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৭ নভেবর, ২০১৯ বুলেটিন নং ৯৪	১৭ নভেম্বর হতে ২১ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১৩ নভেম্বর হতে ১৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৩ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	১৬ নভেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.২	৩১.৫	৩১.৫	৩০.৫	৩০.২-৩১.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৯.৫	২০.৮	২১.০	২০.৫	১৯.৫-২১.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫৮.০-৯৮.০	৫০.০-৯৮.০	৪৩.০-৯৮.০	৪৯.০-৯৮.০	৪৩.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	০	০	০	০-০
বাতাসের দিক	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১৭ নভেম্বর হতে ২১ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৯-২৮.৮
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৫.৩-১৭.৯
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬২.০-৭৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯-৩.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

দন্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	কাইচথোড় থেকে পরিপক্ক
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফলধরা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান:

- **থোড় থেকে** শক্তদানা **পর্যায়ে জমিতে ২-৫সেমি পানির স্তর রাখুন।**
- **ধান পরিপক্ক পর্যায়ে এবং জলমগ্ন অবস্থায় থাকলে**
  - **পরিপক্ক ধান কেটে রোদে শুকাতে হবে।**
  - **অর্ধপরিপক্ক ধান থাকলে সেগুলি গোছা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। কিছু দিন পর পরিপক্ক হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।**
- **ধান দানা গঠন পর্যায়ে থাকলে, জমি থেকে পানি নিষ্কাশন পযর্ন্ত অপেক্ষা করতে হবে।**
  - **অর্ধপরিপক্ক ধান জলমগ্ন অবস্থায় থাকলে সেগুলি গোছা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। কিছু দিন পর পরিপক্ক হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।**
  - **বন্যা উপদ্রত জমিতে পানি নিষ্কাশনের পর পটাশ সার প্রয়োগ করুন।**
- **অর্থনৈতিক ভাবে অপকারী পোকা যেমন: মাজরা পোকা, চুঙ্গি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এবং খোলপোড়া, ব্লাষ্ট, বাদামী দাগ, লিফ ব্লাইট রোগ সনাক্ত করতে নিয়মিত বিরতিতে ২-৩ দিন অন্তর মাঠ পরিদশর্ণ করুন। পোকা সনাক্ত করতে আলোক-ফাদঁ ব্যবহার করতে হবে এবং সকালে অপকারী পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।**
- **আগামী পাঁচদিন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে বিধায় জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর প্রয়োজন অনুযায়ী কীটনাশক/ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।**
- **থোড় অবস্থায় ধানে ব্লাষ্ট দেখা দিতে পারে, সেজন্য এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরন করুন। রোগ দমনে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি/ট্রপার @ ০.৬গ্রাম/লিটার অথবা এমিসটারটপ ৩২৫ এসপি@ ১মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন। বেলা ৩টার পরে এবং রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করুন।**
- **দানা গঠন ও দুধ পর্যায়ে ধানে গান্ধি পোকা এবং বাদর্মী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন-এ আইসোপ্রোর্কাপ @২.৫গ্রাম/লিটার অথবা ইমিডোক্লোরোপিড@ ২.৫গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধীপোকা এর আক্রমন-এ ম্যালাথিয়ন@২মিলি/লিটার অথবা ক্লোরোপাইরিফস@ ২মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।**
- **জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর উদ্ভিদ সংরক্ষনের কাজগুলো করতে হবে।**

সব্জি

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বিদ্যমান শুষ্ক আবহাওয়ার কারনে ফুলকপি এবং বাধাঁকপিতে কালোপচাঁ রোগ দেখা দিলে ১০লিটার পানিতে ১গ্রাম ষ্টেপটোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো এবং ঢেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- **জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর উদ্ভিদ সংরক্ষনের কাজগুলো করতে হবে।**

বোরো ধান:

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করুন। এসময় ঘূর্ণিঝড় হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাই উচুঁ এবং পানি নিষ্কাশন সুবিধা আছে এমন জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন।
- পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের সুবিধার জন্য দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গকিলোমিটার জমিতে ৭গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

মসুর

- বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০(র্কাবোজিন+থিরাম) দিয়ে বীজ শোধন করে নিন।
- জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে হাইব্রিড ভুট্টার জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০-৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৮০-৯০কেজি টিএসপি ও ৩০-৪০কেজি এমওপি প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- বিদ্যমান আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে উদ্যান ফসল রোপনের উপযুক্ত সময়। তাই উদ্যান ফসল যেমন: আম, লিচু, কাঠাঁল, পেয়ারা, জাম, আতা, লেবুর নতুন চারা অবিলম্বে রোপন করুন।

গবাদী পশু

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- তড়কা, খুড়া এবং পিপিআর রোগ থেকে গবাদী পশুকে বাঁচাতে টীকা দিন। ।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে গবাদিপশুকে সতেজ ঘাস খাওয়ান।

হাঁস-মুরগী

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার রাখা।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিলে-

- কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।
- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ থেকে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রৌদ্রজ্জল দিনে খাবার দিন।